তারিখ ২৭/০৯/২০০৩
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ভোরের কাগজ

45

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপা নিয়ে আবারো অনিশ্চয়তা

কাগজ প্রতিবেদক : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তক ছাপা নিয়ে চলমান সংকটের কোনো সুরাহা হয়নি। বরং দিন দিন জটিলতা আরো বাড়ছে। দরসহ আরো কয়েকটি বিষয়ে বনিবনা না হওয়ায় জোটবদ্ধ প্রকাশক ও মুদ্রক প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত কাজ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

অন্যদিকে, নির্ধারিত সাড়ে ৮ কোটি বই ছাপার নিশ্চয়তা দেওয়া হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতেও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কোনো ভরসা পাচ্ছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আসন্ন শিক্ষাবর্ষের বই ছাপার বিষয়টি আবারো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সন্তোষজনক দর না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে প্রাথমিক স্তরের সাড়ে ৫ কোটি বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের পুরোনো দরপত্র বাতিল করে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে এনসিটিবি যে নতুন দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল তাতে জোটবদ্ধ মুদ্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনোটিই অংশ নেয়নি। এনসিটিবির একটি সূত্র জানায়, গত সোমবার দরপত্র খুলে মাত্র ৭টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। অথচ জুলাইয়ে ঘোষিত প্রথম দরপত্রে ৭৪১টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল।

জানা গেছে, এবার প্রতি হাজার ফর্মা ছাপা সর্বনিম্ন দর পড়েছে ৪৭ টাকা, যা গতবারের চেয়ে ৭ টাকা কম। গতবার সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান শর্ত পূরণ না করায় শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়। ঐ দরপত্রে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর ছিল ৭২ টাকা। অত্যধিক এই দরের কারণে তখন পুরো দরপত্রটিই বাতিল করা হয়। মাত্র ৭টি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে প্রায় ৭২ কোটি ফর্মার প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার কাজ করানো যাবে কিনা এ নিয়ে এনসিটিবি কর্মকর্তারা সংশয়ে আছেন। এনসিটিবির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, এখন হাতে যে সময় আছে তাতে বই ছাপার জন্য কমপক্ষে ১৫০টি প্রেস প্রয়োজন। ঐ কর্মকর্তার মতে সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এই সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মাধ্যমিক স্তরের আড়াই কোটি বই মুদ্রণের বিষয়টিও থেমে আছে। কাগজ সংকটের কারণে এনসিটিবি ৪৮ গ্রাম বিদেশী সাদা নিউজপ্রিন্ট কাগজের দর চাইলে একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কেউ তাতে অংশ নেয়নি। জানা গেছে, 'পুস্তকা' নামের ঐ প্রতিষ্ঠান প্রতি রিম কাগজের দাম চেয়েছে ৫৫৫ টাকা।

কাগজের বিষয়টির কোনো মীমাংসা না হলেও সময়ের কথা বিবেচনা করে এনসিটিবির পক্ষ থেকে নিয়ম অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের সর্বনিম্ন দরে অর্থাৎ ৫৪ টাকায় কাজ করার জন্য গত ২৪ সেপ্টেম্বর অফার লেটার দেওয়া হয়। কিন্তু জোটবদ্ধ প্রকাশক ও মুদ্রাকররা এই অফার লেটার গ্রহণ করেননি। সর্বনিম্ন দরদাতা পুস্তকা অফার গ্রহণ করলেও জানিয়ে দেয় যে তারা বই বিক্রির দায়িত্ব নেবে না। এনসিটিবিকে বই বিক্রি করতে হবে। উল্লেখ্য, দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের বাজারজাতকরণের দায়িত্ব দরদাতাকেই নিতে হয়। এনসিটিবি কখনই এ দায়িত্ব পালন করে না।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির বিতরণ নিয়ন্ত্রক নূরুল হক খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টিই এখন প্রক্রিয়ায় আছে। এনসিটিবি জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে সময় মতো ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে কি এ ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।